7

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 30 NOV 1998
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীরা

লেখাপড়ায় অমনোযোগী ॥ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি বন্ধ

কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আনোয়ার আলদীন ॥ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। এখন আর পশ্চিমবঙ্গের কোন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তি করা হইতেছে না। প্রতিদিন শত শত বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রী চলতি ভর্তি মৌসুমে প্রতারণার পাঁকেচক্রে এবং স্বউদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে গিয়া ভর্তি হইতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। ফলে অনেকে লক্ষ লক্ষ টাকার ডোনেশন ও ভর্তি ফি দিয়া নয়াদিল্লী, মাদ্রাজ, পুনা, মুম্বাই, ব্যাঙ্গালোরসহ ভারতের বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই ডোনেশনের বাণিজ্য ছিল না। মাত্র ২০০ হইতে ৫০০ টাকা ফি দিয়াই বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীরা 'বিদেশ কোটা'য় পশ্চিমবঙ্গের যেকোন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে পারিত। খোঁজ নিয়া জানা যায়, প্রতি বছর পশ্চিমবঙ্গের শতাধিক কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের অর্ধ লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হওয়ার সুযোগ লাভ করিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডঃ বিনয় চন্দ্র জানান, বাংলাদেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থীর 'রেপুটেশন' ভাল নহে। ভর্তি হওয়ার পর তাহারা লেখাপড়ায় মনোযোগী হওয়ার পরিবর্তে আনন্দ-ফূর্তি করিয়া সময় কাটাইতে অভ্যস্ত হইয়া উঠে। তাহাদের পরীক্ষার ফলাফল হতাশাব্যঞ্জক।

জানা যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজের সংখ্যাই দুই শতাধিক। ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল বিদ্যাসাগর কলেজ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, ভৈরব গাঙ্গুলী কলেজ, বঙ্গবাসী কলেজ, নিউ ল কলেজ, সাউথ সিটি কলেজ, মির্জাপুর সিটি কলেজ, স্কটিশ চার্চ কলেজ, প্রিয়াদাস কলেজ ইত্যাদি।

ইহাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখযোগ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হইল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী, রবীন্দ্র ভারতী, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যাসাগর

(১৫শ পৃষ্ঠায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

পশ্চিমবঙ্গের বাংলাদেশী

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয় (মেদিনীপুর), নর্থ বেঙ্গল বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেই মূলতঃ বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়া করিত।

জানা যায়, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সেশনজট, সন্ত্রাস, সীমিত আসন সংখ্যা ইত্যাদি কারণে '৯০ দশকের শুরুতে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী পশ্চিমবঙ্গের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইত। এমনও হইয়াছে খারাপ ফলাফলের জন্য দেশের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ না পাইয়া ওপার চলিয়া গিয়া ভাল বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বিদেশী কোটায়' ভর্তির সুযোগ নিয়াছে। ঐ সময় জোয়ারের মতন শিক্ষার্থী পশ্চিমবঙ্গে পাড়ি জমাইয়াছে।

কলিকাতার বাংলাদেশী শিক্ষার্থীরা জানান, পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া শিক্ষার্থীরা ভর্তির পর প্রথম প্রথম লেখাপড়ার প্রতি গভীর মনোযোগী থাকিলেও ক্রমশঃ তাহারা আনন্দ-ফূর্তিতে আসক্ত এবং আড্ডায় মজিয়া সময় পার করা শুরু করে। ফলে লেখাপড়া উচ্ছন্নে যায়। ক্লাস করা হয় না ঠিকমত। পরীক্ষার ফলাফল হয় খুবই খারাপ। ইহাতে অনার্সে ভর্তি হইয়া ছাত্ররা পাইতেছে 'পাস' সার্টিফিকেট। বাংলাদেশী ছাত্রীরা কলিকাতায় গিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে লেখাপড়া শেষ না করিয়াই প্রেম-বিবাহ করিতেছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কয়েকটি কলেজের নিজস্ব হোস্টেল রহিয়াছে। এই হোস্টেলগুলিতে সীট পাইতে হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংলাদেশী ছাত্রদের ছাত্র-রাজনীতি করিতে হয়। স্টুডেন্ট ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া (এসএফআই)-এর সক্রিয় সদস্য হইলেই কেবল হোস্টেলে সীট মিলে। তবে এই রাজনীতি সহিংস নহে। শিক্ষার পক্ষেই। হোস্টেলে যাহাদের পক্ষে সীট পাওয়া সম্ভব হয় না তাহারা কলিকাতায় বাসা ভাড়া নিয়া কিংবা মেসে থাকে। সল্টলেক, সোদপুর, বেলঘড়িয়া, মানিকতলা, টালিগঞ্জ, আগরপাড়া, দমদম, জানবাজার, কলেজ স্ট্রীটে রহিয়াছে অসংখ্য মেস এবং শিক্ষার্থী বাসা। প্রতিটি রুম ভাড়া মাসে ৬ শত হইতে ৮ শত টাকা। বাংলাদেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের চাইতে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার খরচ কম। অবশ্য কিছু কিছু ছাত্র-ছাত্রী পশ্চিমবঙ্গে ভাল ফলাফল করিতেছে।